দশম অধ্যায়

সৃষ্টির বিভাগ

শ্লোক ১

বিদুর উবাচ

অন্তর্হিতে ভগবতি ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
প্রজাঃ সসর্জ কতিধা দৈহিকীর্মানসীর্বিভুঃ ॥ ১ ॥

বিদুরঃ উবাচ—শ্রীবিদুর বললেন; **অন্তর্হিতে**—অন্তর্ধানের পর; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ব্রহ্মা**—প্রথম সৃষ্ট জীব; **লোক-পিতামহঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীদের পিতামহ ; **প্রজাঃ**—সন্তান-সন্ততি; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **কতিধাঃ**—কত; **দৈহিকীঃ**—শরীর থেকে; **মানসীঃ**—মন থেকে; **বিভুঃ**—মহান।

অনুবাদ

শ্রীবিদুর বললেন—হে মহর্ষি! দয়া করে আপনি আমাকে বলুন ভগবানের অন্তর্ধানের পর লোকপিতামহ ব্রহ্মা কিভাবে তাঁর শরীর এবং মন থেকে জীবেদের শরীর সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ২

যে চ মে ভগবন্ পৃষ্টাস্ত্বয্যর্থা বহ্বিত্তম ।
তান্ বদস্বানুপূর্ব্যেণ ছিন্ধি নঃ সর্বসংশয়ান্ ॥ ২ ॥

যে—তারা সকলে; **চ**—ও; **মে**—আমার দ্বারা; **ভগবন্**—হে শক্তিমান; **পৃষ্টাঃ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **অর্থাঃ**—উদ্দেশ্য; **বহু-বিৎ-তম**—হে মহাজ্ঞানী; **তান্**—তারা সকলে; **বদস্ব**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **আনুপূর্ব্যেণ**—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত; **ছিন্ধি**—কৃপা করে দূর করুন; **নঃ**—আমার; **সর্ব**—সমস্ত; **সংশয়ান্**—সন্দেহ।

অনুবাদ

হে মহাজ্ঞানী! দয়া করে আপনি আমার সমস্ত সন্দেহ নিরসন করুন, এবং আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আমি আপনাকে যে-সব প্রশ্ন করেছি, সে সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞানদান করুন।

তাৎপর্য

বিদুর মৈত্রেয় মুনির কাছে সমস্ত সুসঙ্গত প্রশ্ন করেছিলেন, কেননা তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন মৈত্রেয়। গুরুর যোগ্যতা সম্বন্ধে আস্থা থাকা অবশ্য কর্তব্য। বিশেষত পারমার্থিক প্রশ্নের উত্তর লাভের আশায় কখনও কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যাওয়া উচিত নয়। শিক্ষক যদি সেই সমস্ত প্রশ্নের কাল্পনিক উত্তর দান করে, তাহলে কেবল সময়েরই অপচয় হয়।

শ্লোক ৩

সূত উবাচ

এবং সঞ্চোদিতস্তেন ক্ষত্রা কৌষারবির্মুনিঃ ।
প্রীতঃ প্রত্যাহ তান্ প্রশ্নান্ হৃদিস্থানথ ভার্গব ॥ ৩ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সঞ্চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **তেন**—তার দ্বারা; **ক্ষত্রা**—বিদুর কর্তৃক; **কৌষারবিঃ**—কুষারের পুত্র; **মুনিঃ**—মহান ঋষি; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তান্**—সেই; **প্রশ্নান্**—প্রশ্নাবলী; **হৃদি-স্থান্**—তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে; **অথ**—এইভাবে; **ভার্গব**—হে ভৃগুপুত্র।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে ভৃগুপুত্র! বিদুর কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মহর্ষি মৈত্রেয় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সব কিছুই তাঁর হৃদয়ে ছিল, এবং তিনি এইভাবে একে একে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

সূত উবাচ ('সূত গোস্বামী বললেন') বাক্যটি ইঙ্গিত করে যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শুকদেব গোস্বামীর মধ্যে আলোচনায় ছেদ পড়েছিল। শুকদেব গোস্বামী

যখন মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সূত গোস্বামী ছিলেন বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর একজন সদস্য। কিন্তু সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে ঋষিদের কাছে সেই কথা শোনাচ্ছিলেন, যাদের নেতা ছিলেন শুকদেব গোস্বামীর একজন শিষ্য শৌনক ঋষি। তার ফলে অবশ্য এই বিষয়ে কোন তত্ত্বগত পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে না।

শ্লোক ৪

মৈত্রেয় উবাচ

বিরিঞ্চোঽপি তথা চক্রে দিব্যং বর্ষশতং তপঃ ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য যথাহ ভগবানজঃ ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **বিরিঞ্চঃ**—ব্রহ্মা; **অপি**—ও; **তথা**—সেইভাবে; **চক্রে**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **দিব্যম্**—দিব্য; **বর্ষ-শতম্**—একশত বৎসর; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **আত্মনি**—ভগবানকে; **আত্মানম্**—তিনি স্বয়ং; **আবেশ্য**—নিযুক্ত করে; **যথা-আহ**—যেভাবে বলা হয়েছিল; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অজঃ**—অজ।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মা এইভাবে একশত দিব্য বর্ষ ধরে তপস্যা করেছিলেন, এবং নিজেকে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের সেবায় যুক্ত করেছিলেন, তার মানে হচ্ছে তিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। সেইটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা যা অন্তহীন কাল ধরে অনুষ্ঠান করা যায়। এই সেবা নিত্য এবং চির উৎসাহ-ব্যঞ্জক, তাই এই সেবা থেকে অবসর গ্রহণের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

শ্লোক ৫

তদ্বিলোক্যাব্জসম্ভূতো বায়ুনা যদধিষ্ঠিতঃ ।
পদ্মমম্ভশ্চ তৎকালকৃতবীর্যেণ কম্পিতম্ ॥ ৫ ॥

তৎ বিলোক্য—তা দেখে; **অব্জ-সম্ভূতঃ**—যাঁর জন্মস্থান ছিল একটি পদ্ম; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **যৎ**—যা; **অধিষ্ঠিতঃ**—যার উপরে তিনি অবস্থিত ছিলেন; **পদ্মম্**—পদ্ম; **অম্ভঃ**—জল; **চ**—ও; **তৎ-কাল-কৃত**—যা শাশ্বত কালের দ্বারা প্রভাবিত ছিল; **বীর্যেণ**—এর অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা; **কম্পিতম্**—কাঁপছিল।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা দেখলেন, যে পদ্মে তিনি অবস্থিত ছিলেন এবং যে জলের ভিতর সেই কমলটি উদ্ভূত হয়েছিল, তারা উভয়ই প্রচণ্ড বায়ুর প্রভাবে কম্পিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

জড় জগৎকে মায়িক বলা হয়, কেননা এইটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় সেবার বিস্মরণের স্থান। তার ফলে যারা এই জড় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা কখনও কখনও এখানকার কদর্য পরিস্থিতির জন্য অত্যন্ত বিরক্ত হন। মায়া এবং ভক্তের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হয়, এবং কখনও কখনও দুর্বল ভক্তেরা শক্তিশালী মায়ার আক্রমণের শিকার হন। ব্রহ্মা অবশ্য ভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন, এবং তাই তিনি অপরা শক্তির শিকার হননি, যদিও তা যখন তাঁর আসন এবং সত্তাকে আন্দোলিত করেছিল, তখন সেইটি তাঁর উদ্বেগের কারণ হয়েছিল।

শ্লোক ৬

তপসা হ্যেধমানেন বিদ্যয়া চাত্মসংস্থয়া ।
বিবৃদ্ধবিজ্ঞানবলো ন্যপাদ্ বায়ুং সহাম্ভসা ॥ ৬ ॥

তপসা—তপস্যার দ্বারা; **হি**—নিশ্চয়ই; **এধমানেন**—বর্ধমান; **বিদ্যয়া**—চিন্ময় জ্ঞানের দ্বারা; **চ**—ও; **আত্ম**—নিজে; **সংস্থয়া**—স্বরূপে স্থিত হয়ে; **বিবৃদ্ধ**—পূর্ণতা প্রাপ্ত; **বিজ্ঞান**—ব্যবহারিক জ্ঞান; **বলঃ**—শক্তি; **ন্যপাৎ**—পান করেছিলেন; **বায়ুম্**—বায়ু; **সহ অম্ভসা**—জলসহ ।

অনুবাদ

দীর্ঘ তপস্যা এবং আত্ম উপলব্ধির চিন্ময় জ্ঞান লাভ করার ফলে ব্রহ্মা ব্যবহারিক জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি জলসহ সেই বায়ু সম্পূর্ণরূপে পান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার জীবনসংগ্রাম হচ্ছে এই জড় জগতের জীব ও মায়া নামক মোহিনী শক্তির মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষের একটি সবিশেষ দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে এই যুগের জীবেরা সকলেই জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি এবং চিন্ময় উপলব্ধির দ্বারা কেউ জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে পারে, যা আমাদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে, এবং আধুনিক যুগে উন্নত জড় বিজ্ঞান-সংক্রান্ত জ্ঞান এবং তপশ্চর্যা জড়া প্রকৃতির শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার এক অতি আশ্চর্যজনক ভূমিকা অবলম্বন করেছে। কিন্তু যদি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়ে প্রেমময়ী সেবার মনোভাব নিয়ে তাঁর আদেশ পালন করা হয়, তাহলে জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার এই প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি সার্থকভাবে সম্পাদন করা যায়।

শ্লোক ৭

তদ্বিলোক্য বিয়দ্‌ব্যাপি পুষ্করং যদধিষ্ঠিতম্ ।
অনেন লোকান্ প্রাগ্লীনান্ কল্পিতাস্মীত্যচিন্তয়ৎ ॥ ৭ ॥

তৎ বিলোক্য—তার ভিতরে দেখে; **বিয়ৎ-ব্যাপি**—অত্যন্ত বিস্তৃত; **পুষ্করম্**—পদ্ম; **যৎ**—যা; **অধিষ্ঠিতম্**—তিনি সমাসীন ছিলেন; **অনেন**—এর দ্বারা; **লোকান্**—সমস্ত গ্রহমণ্ডল; **প্রাক্-লীনান্**—পূর্বে প্রলয়ে লীন হয়েছিল; **কল্পিতা অস্মি**—আমি সৃষ্টি করব; **ইতি**—এইভাবে; **অচিন্তয়ৎ**—তিনি চিন্তা করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর তিনি দেখলেন, যে পদ্মে তিনি সমাসীন ছিলেন তা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত, তখন তিনি চিন্তা করেছিলেন, পূর্বে প্রলয়ের সময় এই কমলে যে গ্রহসমূহ লীন হয়েছিল, সেইগুলি তিনি কিভাবে সৃষ্টি করবেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যে কমলে সমাসীন ছিলেন, তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহের বীজ সঞ্চার করা হয়েছিল। ভগবান ইতিপূর্বেই সমস্ত গ্রহগুলি সৃষ্টি করেছিলেন, এবং সমস্ত জীবাত্মাও ব্রহ্মা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল। জড় জগৎ এবং সমস্ত জীব বীজরূপে ভগবান পূর্বেই উৎপন্ন করে রেখেছিলেন, আর ব্রহ্মার কাজ ছিল সেই সমস্ত বীজগুলিকে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া। তাই বাস্তবিক সৃষ্টিকে বলা হয় *সর্গ*, এবং ব্রহ্মা কর্তৃক তার পরবর্তী অভিব্যক্তিকে বলা হয় *বিসর্গ* ।

শ্লোক ৮

পদ্মকোশং তদাবিশ্য ভগবৎকর্মচোদিতঃ ।
একং ব্যভাঙ্ক্ষীদুরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা ॥ ৮ ॥

পদ্ম-কোশম্—পদ্মের কর্ণিকার; **তদা**—তখন; **আবিশ্য**—ভিতরে প্রবেশ করে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **কর্ম**—কার্যে; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **একম্**—এক; **ব্যভাঙ্ক্ষীৎ**—বিভক্ত; **উরুধা**—মহৎ বিভাজন; **ত্রিধা**—তিন বিভাগ; **ভাব্যম্**—পুনরায় সৃষ্টির যোগ্য; **দ্বি-সপ্তধা**—চৌদ্দটি বিভাগ

অনুবাদ

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে, ব্রহ্মা সেই পদ্মের কর্ণিকাতে প্রবেশ করলেন, এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত সেই পদ্মটিকে তিনি প্রথমে তিনটি ভাগে এবং তারপর চৌদ্দটি বিভাগে বিভক্ত করলেন।

শ্লোক ৯

এতাবাঞ্জীবলোকস্য সংস্থাভেদঃ সমাহৃতঃ ।
ধর্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ ॥ ৯ ॥

এতাবান্—এই পর্যন্ত; **জীব-লোকস্য**—জীব অধ্যুষিত গ্রহসমূহের; **সংস্থা-ভেদঃ**—নিবাসের বিভিন্ন স্থিতি; **সমাহৃতঃ**—পূর্ণরূপে সম্পাদন করে; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **হি**—নিশ্চয়ই; **অনিমিত্তস্য**—অহৈতুকী; **বিপাকঃ**—পরিপক্ক অবস্থা; **পরমেষ্ঠী**—ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে মহান ব্যক্তি; **অসৌ**—তা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে মহান ব্যক্তি, কেননা তাঁর পরিপক্ক চিন্ময় জ্ঞানের প্রভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তিপরায়ণ। তাই তিনি বিভিন্ন প্রকার জীবের বাসের জন্য চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জীবের সমস্ত গুণের আধার। জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা কেবল সেই সমস্ত গুণাবলীর এক নগণ্য অংশ প্রতিফলিত করে, এবং তাই তাদের

কখনও কখনও বলা হয় প্রতিবিম্ব। পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ এই প্রতিবিম্ব জীবেরা বিভিন্ন মাত্রায় ভগবানের আদি গুণাবলী উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন, এবং সেই সমস্ত গুণাবলীর মাত্রা অনুসারে তারা বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং ব্রহ্মার পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন গ্রহে স্থান প্রাপ্ত হয়। নিম্নে পাতাললোক, মধ্যে ভূর্লোক এবং ঊর্ধ্বে স্বর্লোক—এই ত্রিভুবনের স্রষ্টা হচ্ছেন ব্রহ্মা। তার থেকেও ঊর্ধ্বে যে মহর্লোক, তপোলোক, সত্যলোক এবং ব্রহ্মালোক রয়েছে , তা প্রলয় বারিতে লীন হয় না। তার কারণ হচ্ছে, সেখানকার অধিবাসীদের ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি। সেখানকার অধিবাসীদের অস্তিত্ব *দ্বিপরার্ধ* কাল; তারপর তাঁরা সাধারণত জড় জগতের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

শ্লোক ১০

বিদুর উবাচ

যথাত্থ বহুরূপস্য হরেরদ্ভুতকর্মণঃ ।
কালাখ্যং লক্ষণং ব্রহ্মন্ যথা বর্ণয় নঃ প্রভো ॥ ১০ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **যথা**—যেমন; **আত্থ**—আপনি যেভাবে বলেছেন; **বহু-রূপস্য**—বহু রূপ সমন্বিত; **হরেঃ**—ভগবানের; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **কর্মণঃ**—কর্ম সম্পাদনকারীর; **কাল**—সময়; **আখ্যম্**—নামক; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **ব্রহ্মন্**—হে তত্ত্ববেত্তা ব্রাহ্মণ; **যথা**—যেমন; **বর্ণয়**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভো।

অনুবাদ

বিদুর মৈত্রেয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু। হে তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষি। দয়া করে শাশ্বত কাল সম্বন্ধে আপনি বর্ণনা করুন, যা অদ্ভুতকর্মা পরমেশ্বর ভগবানের একটি রূপ। সেই শাশ্বত কালের লক্ষণ কি? কৃপা করে বিস্তারিতভাবে তা আপনি আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

সমগ্র বিশ্ব পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সত্তার অভিব্যক্তি, এবং শাশ্বত কালরূপে এখানে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশেষ বিশেষ দেহের সম্বন্ধ বা অনুপাত অনুসারে এই নিয়ন্ত্রণকারী

কাল বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়। আণবিক লয়ের একটি কাল রয়েছে আবার ব্রহ্মাণ্ডের লয়ের আর একটি কাল রয়েছে। মানুষের শরীরের লয়ের একটি কাল রয়েছে , আবার বিরাটরূপের লয়ের একটি কাল রয়েছে। তার উপর আবার বৃদ্ধি, বিকাশ এবং কর্মফল-জনিত কর্ম সবই নির্ভর করে কালের উপর। বিভিন্ন প্রকার ভৌতিক অভিব্যক্তি এবং বিনাশের কাল সম্বন্ধে বিদুর বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

মৈত্রেয় উবাচ
গুণব্যতিকরাকারো নির্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **গুণ-ব্যতিকর**—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়ার ফলে; **আকারঃ**—উৎস; **নির্বিশেষঃ**—বৈচিত্র্যহীন; **অপ্রতিষ্ঠিতঃ**—অসীম; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **তৎ**—তা; **উপাদানম্**—উপাদান; **আত্মানম্**—জড় সৃষ্টি; **লীলয়া**—তাঁর লীলার দ্বারা; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—শাশ্বত কাল হচ্ছে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার আদি উৎস। তা অপরিবর্তনীয় এবং অসীম, এবং তা প্রাকৃত সৃষ্টিতে ভগবানের লীলার নিমিত্ত মাত্র।

তাৎপর্য

নির্বিশেষ কাল পরমেশ্বর ভগবানের নিমিত্তরূপে জড় জগতের পটভূমি। তা জড়া প্রকৃতিকে সহায়তা করার জন্য প্রদত্ত উপাদান। কালের আদি ও অন্ত কেউ জানে না, এবং কালই কেবল জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখে। এই কাল হচ্ছে সৃষ্টির জড় কারণ এবং তাই তা পরমেশ্বর ভগবানের স্বীয় প্রকাশ। কালকে ভগবানের নির্বিশেষ রূপ বলে মনে করা হয়।

আধুনিক যুগের মানুষও নানাভাবে কালের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে এর যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কেউ কেউ প্রায় সেইভাবেই কালকে স্বীকার করে। যেমন ইহুদি সাহিত্যে কালকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করা হয়েছে।

সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে—"ঈশ্বর, যিনি পুরাকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রচারকদের মাধ্যমে পিতৃদের কাছে বলেছিলেন .....।" অধিবিদ্যার দর্শনে কালকে পরমতত্ত্ব এবং বাস্তব বলে নির্ণয় করা হয়েছে। মহাকাল নিরবচ্ছিন্ন এবং জড় বস্তুর গতির দ্বারা তা প্রভাবিত হয় না। জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্র অনুসারে গতি, বিশেষ বস্তুর স্থিতি এবং পরিবর্তন অনুসারে কালের গণনা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বস্তুর আপেক্ষিকতার সঙ্গে কালের কোন সম্পর্ক নেই; পক্ষান্তরে কালের ভিত্তিতে সব কিছু আকার প্রাপ্ত হয়েছে এবং অবস্থান করছে। কাল আমাদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের সাধারণ মাপকাঠি, যার মাধ্যমে আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে মাপি, কিন্তু প্রকৃত বিচারে কালের আদি নেই বা অন্ত নেই। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, কোটি কোটি মুদ্রা দিয়েও এক পলক কাল খরিদ করা যায় না, এবং তাই এক মুহূর্ত কালের অপচয়কে জীবনের সবচাইতে বড় ক্ষতি বলে মনে করতে হবে। কাল কোন প্রকার মনোবিজ্ঞানের বিষয় নয়, এবং কালের একক্ষণ স্বতন্ত্রভাবে বাস্তব বস্তু নয়, পক্ষান্তরে তা বিশেষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।

তাই শ্রীল জীব গোস্বামী সিদ্ধান্ত করেছেন, কাল হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে পরস্পর সংমিশ্রিত। বহিরঙ্গা প্রকৃতি বা জড়া প্রকৃতি কালরূপে স্বয়ং ভগবানের অধ্যক্ষতার নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তাই মনে হয়, জড়া প্রকৃতি এই জগতে বহু আশ্চর্যজনক বস্তু রচনা করেছে। ভগবদ্গীতায় (৯/১০) এই সিদ্ধান্তকে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

শ্লোক ১২

বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া ।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্তিনা ॥ ১২ ॥

বিশ্বম্—জড় জগৎ; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **ব্রহ্ম**—পরম; **তৎ-মাত্রম্**—ঠিক তেমন; **সংস্থিতম্**—অবস্থিত; **বিষ্ণু-মায়য়া**—বিষ্ণুশক্তির দ্বারা; **ঈশ্বরেণ**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **পরিচ্ছিন্নম্**—পৃথক; **কালেন**—শাশ্বত কালের দ্বারা; **অব্যক্ত**—অপ্রকাশিত; **মূর্তিনা**—রূপের দ্বারা।

অনুবাদ

এই জগৎ জড়া প্রকৃতিরূপে পরমেশ্বর ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ অব্যক্ত কালের দ্বারা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন। তা বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে ভগবানের বস্তুগত অভিব্যক্তিরূপে অবস্থিত।

তাৎপর্য

পূর্বে নারদ মুনি ব্যাসদেবকে বলেছেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/২০) *ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরঃ*—এই অব্যক্ত জগৎ ভগবানেরই প্রকাশ, কিন্তু তা ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে প্রতিভাত হয়। এইটি মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে, কালের প্রভাবে তা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন। এটা অনেকটা টেপ রেকর্ডে ধরে রাখা কণ্ঠস্বরের মতো, যা এখন সেই ব্যক্তির কণ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। টেপরেকর্ডিং যেমন টেপে রয়েছে, তেমনই সমগ্র জগৎ জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং কালের দ্বারা তা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। তাই জড় জগৎ-ভগবানের বস্তুগত প্রকাশ, এবং তা মায়াবাদীদের বহু উপাসিত ভগবানের নির্বিশেষ রূপেরই প্রকাশ।

শ্লোক ১৩

যথেদানীং তথাগ্রে চ পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্ ॥ ১৩ ॥

যথা—যেমন; **ইদানীম্**—সম্প্রতি; **তথা**—তেমন; **অগ্রে**—শুরুতে; **চ**—এবং; **পশ্চাৎ**—শেষে; **অপি**—ও; **এতৎ ঈদৃশম্**—তা তেমনই থাকে।

অনুবাদ

এই জড় সৃষ্টি এখন যেমন আছে, পূর্বেও তেমনই ছিল, এবং ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে।

তাৎপর্য

জড় জগতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পুনরাবৃত্তির একটি সুসংবদ্ধ কার্যক্রম রয়েছে। যে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৯/৮) বলা হয়েছে—*ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ* । এখন যেভাবে এর সৃষ্টি হয়েছে এবং পরে যেভাবে তার ধ্বংস হবে, তেমনই পূর্বেও তার অস্তিত্ব ছিল এবং ভবিষ্যতেও যথাসময়ে পুনরায় তার সৃষ্টি হবে, পালন হবে ও ধ্বংস হবে। তাই, কালের সুসংবদ্ধ কার্যকলাপ নিত্য

এবং তাকে কখনও মিথ্যা বলা যায় না। জড় জগতের প্রকাশ ক্ষণস্থায়ী এবং আনুষঙ্গিক, কিন্তু তা মিথ্যা নয়, যা মায়াবাদী দার্শনিকেরা দাবি করে থাকে।

শ্লোক ১৪

সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ ।
কালদ্রব্যগুণৈরস্য ত্রিবিধঃ প্রতিসংক্রমঃ ॥ ১৪ ॥

সর্গঃ—সৃষ্টি; **নব-বিধঃ**—নয় প্রকার; **তস্য**—এর; **প্রাকৃতঃ**—জড়; **বৈকৃতঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **যঃ**—যা; **কাল**—শাশ্বত কাল; **দ্রব্য**—পদার্থ; **গুণৈঃ**—গুণসমূহ; **অস্য**—এর; **ত্রি-বিধঃ**—তিন প্রকার; **প্রতিসংক্রমঃ**—বিনাশ।

অনুবাদ

গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে যে সৃষ্টি হয়, এ ছাড়া আরও ন'টি বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি রয়েছে। শাশ্বত কাল, জড় উপাদান এবং কোন ব্যক্তির গুণগত কর্মের ফলে তিন প্রকার প্রলয় রয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে নির্ধারিতভাবে সৃষ্টি এবং লয় হয়। ভৌতিক তত্ত্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে অন্য রকম সৃষ্টিও হয়, যা সম্পাদিত হয় ব্রহ্মার মনীষার দ্বারা। পরে তা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। এখন কেবল প্রাথমিক তত্ত্ব প্রদান করা হচ্ছে। তিন প্রকার লয় হচ্ছে— (১) নির্ধারিত সময়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ, (২) অনন্ত দেবের মুখনিঃসৃত অগ্নিজনিত প্রলয়, এবং (৩) ব্যক্তিগত গুণাত্মক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মৃত্যু।

শ্লোক ১৫

আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ ।
দ্বিতীয়স্ত্বহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ ॥ ১৫ ॥

আদ্যঃ—প্রথম; **তু**—কিন্তু; **মহতঃ**—মহত্তত্ত্ব; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **গুণ-বৈষম্যম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের পারস্পরিক ক্রিয়া; **আত্মনঃ**—পরমেশ্বরের; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **তু**—কিন্তু; **অহমঃ**—অহঙ্কার; **যত্র**—যেখানে; **দ্রব্য**—জড় উপাদান; **জ্ঞান**—ভৌতিক জ্ঞান; **ক্রিয়া-উদয়ঃ**—কর্মের জাগরণ।

অনুবাদ

নয় প্রকার সৃষ্টির প্রথমটি হচ্ছে মহত্তত্ত্ব বা সমগ্র জড় উপাদানজনিত সৃষ্টি, যাতে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতির ফলে প্রকৃতির গুণগুলি পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া করে। দ্বিতীয় সৃষ্টিতে, অহঙ্কারের উদ্ভব হয় যাতে জড় উপাদানসমূহ, ভৌতিক জ্ঞান এবং প্রাকৃত কর্মের উদয় হয়।

তাৎপর্য

জড় সৃষ্টির জন্য পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রথমে যার উদ্ভব হয়, তাকে বলা হয় মহত্তত্ত্ব। জড়া প্রকৃতির গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়, যার ফলে জীব মনে করে, সে জড় উপাদান থেকে সৃষ্ট হয়েছে। এই অহঙ্কারের ফলে জীব তার দেহ এবং মনকে তার আত্মা বলে মনে করে। মহত্তত্ত্বের সৃষ্টির পর, সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে জড় উপাদানসমূহ, ভৌতিক জ্ঞান এবং জড় জাগতিক কর্মের উদ্ভব হয়। জ্ঞান বলতে জ্ঞানের উৎস-স্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের বোঝায়। ক্রিয়া বলতে কর্মেন্দ্রিয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের বোঝায়। এই সবেরই উদ্ভব হয় সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে।

শ্লোক ১৬

ভূতসর্গস্তৃতীয়স্তু তন্মাত্রো দ্রব্যশক্তিমান্ ।
চতুর্থ ঐন্দ্রিয়ঃ সর্গো যস্তু জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ১৬ ॥

ভূত-সর্গঃ—জড় তত্ত্বের সৃষ্টি; **তৃতীয়ঃ**—তৃতীয়; **তু**—কিন্তু; **তৎ-মাত্রঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতি; **দ্রব্য**—উপাদানসমূহের; **শক্তিমান্**—উৎপাদক; **চতুর্থঃ**—চতুর্থ; **ঐন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয় বিষয়ক; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **যঃ**—যা; **তু**—কিন্তু; **জ্ঞান**—জ্ঞান অর্জনকারী; **ক্রিয়া**—কার্য; **আত্মকঃ**—মূলত।

অনুবাদ

তৃতীয় সৃষ্টিতে তন্মাত্র বা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে, এবং তার থেকে উপাদানসমূহের উদ্ভব হয়েছে। চতুর্থ সৃষ্টিতে জ্ঞান এবং কর্মক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে।

শ্লোক ১৭

বৈকারিকো দেবসর্গঃ পঞ্চমো যন্ময়ং মনঃ ।
ষষ্ঠস্তু তমসঃ সর্গো যস্ত্ববুদ্ধিকৃতঃ প্রভোঃ ॥ ১৭ ॥

বৈকারিকঃ—সত্ত্বগুণের ক্রিয়া; **দেব**—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **পঞ্চমঃ**—পঞ্চম; **যৎ**—যা; **ময়ম্**—সমগ্র; **মনঃ**—মন; **ষষ্ঠঃ**—ষষ্ঠ; **তু**—কিন্তু; **তমসঃ**—তমোগুণের; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **যঃ**—যা; **তু**—অনুপূরক; **অবুদ্ধি-কৃতঃ**—বুদ্ধিহীন করা হয়েছে ; **প্রভোঃ**—প্রভুর।

অনুবাদ

সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে জাত দেবতাগণ এবং মন হচ্ছে পঞ্চম সৃষ্টি। ষষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে অজ্ঞান অন্ধকার, যার ফলে জীব বুদ্ধিহীনের মতো আচরণ করে।

তাৎপর্য

স্বর্গের অধিবাসীদের দেবতা বলা হয়, কেননা তাঁরা সকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত। *বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্‌বিপর্যয়ঃ*—বিষ্ণুর সমস্ত ভক্তদের বলা হয় দেবতা, আর তার বিপরীত ভাবাপন্ন যারা, তাদের বলা হয় অসুর। দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে এইটি হচ্ছে বিভেদ। দেবতারা জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণে অবস্থিত আর অসুরেরা রজ ও তমোগুণে অবস্থিত। দেবতাদের উপর জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন আমাদের একটি ইন্দ্রিয় হচ্ছে চক্ষু এবং তা আলোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আর সেই আলোক বিতরণ করে সূর্যকিরণ, এবং সেই সূর্যকিরণের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা হচ্ছেন সূর্যদেব। তেমনই মন চন্দ্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্য সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলিও বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের সহকারী।

দেবতাদের সৃষ্টির পর সমস্ত জীবেরা অবিদ্যার অন্ধকারে আবৃত হয়। জড়া প্রকৃতির প্রতিটি জীব জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করার বন্ধনে আবদ্ধ। জীব যদিও জড় জগতের প্রভু, তবুও সে অবিদ্যার দ্বারা প্রকৃতির মালিক হওয়ার ভ্রান্ত ধারণার অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

অবিদ্যা নামক ভগবানের শক্তি বদ্ধ জীবের ভ্রান্তি উৎপাদনকারী তত্ত্ব। জড়া প্রকৃতিকে বলা হয় *অবিদ্যা*, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে সেই শক্তি *বিদ্যা* বা শুদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হয়। সেই কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবানের মহামায়া যোগমায়ায় রূপান্তরিত হয়ে শুদ্ধ ভক্তের কাছে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে। জড়া প্রকৃতিকে তাই মনে হয় তিনটি স্তরে

ক্রিয়া করছে—জড় জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব, অজ্ঞান এবং জ্ঞানরূপে। পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, চতুর্থ সৃষ্টিতে জ্ঞানশক্তি সৃষ্টি হয়েছে। বদ্ধ জীবেরা মূলত মূর্খ নয়, কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে তারা মূর্খে পরিণত হয়েছে, এবং তার ফলে তারা যথাযথ উপায়ে জ্ঞানের উপযোগ করতে অক্ষম।

অজ্ঞানের প্রভাবে বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ—এই পাঁচ প্রকার মোহের দ্বারা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ১৮

ষড়িমে প্রাকৃতাঃ সর্গা বৈকৃতানপি মে শৃণু ।
রজোভাজো ভগবতো লীলেয়ং হরিমেধসঃ ॥ ১৮ ॥

ষট্—ছয়; **ইমে**—এই সমস্ত; **প্রাকৃতাঃ**—জড়া প্রকৃতির; **সর্গাঃ**—সৃষ্টি; **বৈকৃতান্**—ব্রহ্মা কর্তৃক গৌণ সৃষ্টি; **অপি**—ও; **মে**—আমার থেকে; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **রজঃ-ভাজঃ**—রজোগুণের (ব্রহ্মার) অবতারের; **ভগবতঃ**—মহাশক্তিশালীর; **লীলা**—লীলা; **ইয়ম্**—এই; **হরি**—পরমেশ্বর ভগবান; **মেধসঃ**—যাঁর মেধা এই প্রকার।

অনুবাদ

উপরোক্ত এই সমস্ত সৃষ্টিগুলি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রাকৃত সৃষ্টি। এখন আমার কাছে রজোগুণের অবতার ব্রহ্মার সৃষ্টির বিষয়ে শ্রবণ কর, সৃষ্টি রচনার বিষয়ে যাঁর মেধা ভগবানেরই মতো।

শ্লোক ১৯

সপ্তমো মুখ্যসর্গস্তু ষড়্বিধস্তস্থুষাং চ যঃ ।
বনস্পত্যোষধিলতাত্বক্সারা বীরুধো দ্রুমাঃ ॥ ১৯ ॥

সপ্তমঃ—সপ্তম; **মুখ্য**—প্রধান; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **তু**—অবশ্যই; **ষট্-বিধঃ**—ছয় প্রকার; **তস্থুষাম্**—স্থাবরদের; **চ**—ও; **যঃ**—যারা; **বনস্পতি**—পুষ্পবিহীন ফলের গাছ; **ওষধি**—যে গাছ ফসল পাকার পর শুকিয়ে যায়; **লতা**—লতা; **ত্বক্সারাঃ**—বাঁশ জাতীয় বৃক্ষ; **বীরুধঃ**—আশ্রয়হীন লতা; **দ্রুমাঃ**—যে গাছে ফুল ও ফল হয়।

অনুবাদ

সপ্তম সৃষ্টি স্থাবরসমূহের সৃষ্টি, তা ছয় প্রকার—বনস্পতি (পুষ্পবিহীন ফলবান বৃক্ষ), ওষধি (যে গাছ ফল পাকলে মরে যায়), লতা, ত্বক্‌সার (বেণু বৃক্ষ), বীরুধ (আরোহণে অক্ষম লতা), এবং দ্রুম (পুষ্পসমূহের দ্বারা ফলবান)।

শ্লোক ২০

উৎস্রোতসস্তমঃপ্রায়া অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ ॥ ২০ ॥

উৎস্রোতসঃ—আহারের জন্য ঊর্ধ্বে সঞ্চরণশীল; **তমঃ-প্রায়াঃ**—প্রায় অচৈতন্য; **অন্তঃ-স্পর্শাঃ**—অন্তরে স্বল্প অনুভূতি-বিশিষ্ট; **বিশেষিণঃ**—বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি-বিশিষ্ট।

অনুবাদ

সমস্ত স্থাবর প্রাণী আহারার্থে ঊর্ধ্বে সঞ্চরণশীল। তারা প্রায় অচেতন, কিন্তু তাদের অন্তরে বেদনার অনুভূতি আছে। তারা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত।

শ্লোক ২১

তিরশ্চামষ্টমঃ সর্গঃ সোঽষ্টাবিংশদ্বিধো মতঃ ।
অবিদো ভূরিতমসো ঘ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিনঃ ॥ ২১ ॥

তিরশ্চাম্—নিম্ন স্তরের পশু; **অষ্টমঃ**—অষ্টম; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **সঃ**—তারা; **অষ্টাবিংশৎ**—আটাশ; **বিধঃ**—প্রকার; **মতঃ**—মনে করা হয়; **অবিদঃ**—আগামী কাল সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান নেই; **ভূরি**—অত্যধিক; **তমসঃ**—অজ্ঞ; **ঘ্রাণ-জ্ঞাঃ**—ঘ্রাণের দ্বারা যারা ঈপ্সিত বস্তু সম্বন্ধে জানতে পারে; **হৃদি অবেদিনঃ**—হৃদয়ে অল্প স্মরণে সক্ষম।

অনুবাদ

অষ্টম সৃষ্টি নিম্ন স্তরের প্রাণীদের সৃষ্টি। তারা বিভিন্ন প্রকারের, এবং তাদের সংখ্যা আটাশ। তারা অত্যন্ত মূর্খ এবং অজ্ঞ। তারা ঘ্রাণের দ্বারা তাদের অভীষ্ট বস্তুকে জানতে পারে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে কোন বস্তুর স্মরণ করতে অক্ষম।

তাৎপর্য

বেদে নিম্ন স্তরের পশুদের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*অথেতরেষাং পশূনাঃ অশনাপিপাসে এবাভিবিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি ন বিদুঃ শ্বস্তনং ন লোকালোকাবিতি; যদ্ বা, ভূরিতমসো বহ্বরুষঃ ঘ্রাণেনৈব জানন্তি হৃদ্যং প্রতি স্বপ্রিয়ং বস্ত্বেব বিন্দন্তি ভোজনশয়নাদ্যর্থং গৃহ্ণন্তি* । "নিম্ন স্তরের পশুদের কেবল ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার জ্ঞান রয়েছে। তাদের জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা নেই, এবং দূরদৃষ্টি নেই। তাদের ব্যবহার ভদ্রতার রীতিনীতির অপেক্ষা করে না। অত্যন্ত অজ্ঞ হওয়ার ফলে তারা তাদের ঈপ্সিত বস্তু কেবল ঘ্রাণের দ্বারা জানতে পারে, এবং এই রকম বুদ্ধিতেই কেবল তারা তাদের অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়ে বুঝতে পারে। তাদের জ্ঞান কেবল আহার এবং নিদ্রার মধ্যেই সীমিত।" তাই বাঘের মতো হিংস্র পশুকে পর্যন্ত কেবল নিয়মিতভাবে আহার এবং শয়নের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে পোষ মানানো যায়। কেবল সাপকে এই প্রকার ব্যবস্থার দ্বারা পোষ মানানো যায় না।

শ্লোক ২২

গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ সূকরো গবয়ো রুরুঃ ।
দ্বিশফাঃ পশবশ্চেমে অবিরুষ্ট্রশ্চ সত্তম ॥ ২২ ॥

গৌঃ—গাভী; **অজঃ**—ছাগল; **মহিষঃ**—মহিষ; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণসার মৃগ; **সূকরঃ**—শূকর; **গবয়ঃ**—গোসদৃশ এক প্রকার পশু; **রুরুঃ**—হরিণ; **দ্বি-শফাঃ**—দুই খুরবিশিষ্ট; **পশবঃ**—পশু; **চ**—ও; **ইমে**—এই সমস্ত; **অবিঃ**—ভেড়া; **উষ্ট্রঃ**—উট; **চ**—এবং; **সত্তম**—হে বিশুদ্ধতম।

অনুবাদ

হে বিশুদ্ধতম বিদুর! নিম্ন স্তরের পশুদের মধ্যে গাভী, ছাগল, মহিষ, কৃষ্ণসার, শূকর, গবয়, হরিণ, ভেড়া, উট এরা সকলে দুই খুরবিশিষ্ট।

শ্লোক ২৩

খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা ।
এতে চৈকশফাঃ ক্ষত্তঃ শৃণু পঞ্চনখান্ পশূন্ ॥ ২৩ ॥

খরঃ—গর্দভ; অশ্বঃ—ঘোড়া; অশ্বতরঃ—খচ্চর; গৌরঃ—সাদা হরিণ; শরভঃ—বৃষ; চমরী—চমরী গাভী; তথা—এইভাবে; এতে—এই সমস্ত; চ—এবং; এক—এক; শফাঃ—খুর; ক্ষত্তঃ—হে বিদুর; শৃণু—শ্রবণ কর; পঞ্চ—পাঁচ; নখান্—নখ; পশূন্—পশু।

অনুবাদ

অশ্ব, খচ্চর, গর্দভ, গৌর, শরভ এবং চমরী এরা এক খুরবিশিষ্ট। এখন তুমি আমার কাছে পঞ্চ নখবিশিষ্ট পশুদের কথা শ্রবণ কর।

শ্লোক ২৪

শ্বা সৃগালো বৃকো ব্যাঘ্রো মার্জারঃ শশশল্লকৌ ।
সিংহঃ কপির্গজঃ কূর্মো গোধা চ মকরাদয়ঃ ॥ ২৪ ॥

শ্বা—কুকুর; সৃগালঃ—শৃগাল; বৃকঃ—বৃক; ব্যাঘ্রঃ—বাঘ; মার্জারঃ—বিড়াল; শশ—খরগোশ; শল্লকৌ—শজারু; সিংহঃ—সিংহ; কপিঃ—বানরঃ; গজঃ—হাতি; কূর্মঃ—কচ্ছপ; গোধা—গোসাপ; চ—ও; মকর-আদয়ঃ—কুমির আদি।

অনুবাদ

কুকুর, শৃগাল, ব্যাঘ্র, বৃক, বিড়াল, শশক, শজারু, সিংহ , বানর, হস্তী, কূর্ম, কুমির, গোসাপ ইত্যাদি পঞ্চ নখবিশিষ্ট প্রাণী।

শ্লোক ২৫

কঙ্কগৃধ্রবকশ্যেনভাসভল্লূকবর্হিণঃ ।
হংসসারসচক্রাহ্বকাকোলূকাদয়ঃ খগাঃ ॥ ২৫ ॥

কঙ্ক—ক্রৌঞ্চ; গৃধ্র—শকুনি; বক—বক; শ্যেন—বাজ; ভাস—ভাস; ভল্লূক—ভল্লুক; বর্হিণঃ—ময়ূর; হংস—হংস; সারস—সারস; চক্রাহ্ব—চক্রবাক; কাক—কাক; উলূক—পেঁচক; আদয়ঃ—ইত্যাদি; খগাঃ—পক্ষী।

অনুবাদ

ক্রৌঞ্চ, শকুনি, বক, বাজ, ভাস, ভল্লুক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক, পেঁচক ইত্যাদি হচ্ছে পক্ষী।

শ্লোক ২৬

অর্বাক্‌স্রোতস্তু নবমঃ ক্ষত্তরেকবিধো নৃণাম্ ।
রজোঽধিকাঃ কর্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ ॥ ২৬ ॥

অর্বাক্—অধোমুখী; **স্রোতঃ**—খাদ্যনালী; **তু**—কিন্তু; **নবমঃ**—নবম; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **এক-বিধঃ**—এক প্রকার; **নৃণাম্**—মানুষদের; **রজঃ**—রজোগুণ; **অধিকাঃ**—অত্যন্ত প্রবল; **কর্ম-পরাঃ**—কর্মে উদ্যমশীল; **দুঃখে**—দুঃখে; **চ**—কিন্তু; **সুখ**—সুখ; **মানিনঃ**—ধারণাযুক্ত।

অনুবাদ

নিম্নগামী খাদ্যনালী-বিশিষ্ট যে মনুষ্যশ্রেণী, তা শুধু এক প্রকার, এবং তারা হচ্ছে নবম সৃষ্টি। মানুষদের মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক। তাই মানুষ নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও সর্বদা কর্মতৎপর, এবং তারা সর্বতোভাবে নিজেদের সুখী বলে মনে করে।

তাৎপর্য

মানুষের মধ্যে রজোগুণের প্রভাব পশুদের থেকেও বেশি, এবং তাই তাদের যৌনজীবন অধিক অনিয়মিত। যৌনক্রিয়ার জন্য পশুদের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, কিন্তু মানুষদের এই প্রকার কার্যের জন্য কোন রকম নিয়মিত সময় নেই। জড় জগতের ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষদের উন্নত চেতনা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু অজ্ঞানের ফলে তারা মনে করে, তাদের এই উন্নত চেতনার উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা। তার ফলে পারমার্থিক উপলব্ধির পরিবর্তে, আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এই সব পশু প্রবৃত্তিগুলির চরিতার্থ করার জন্য তারা তাদের বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার করে। জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি করার দ্বারা মানুষ অধিকতর ক্লেশকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে তারা দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সুখী বলে মনে করে। এমনকি পশুরা যে প্রাকৃতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে থাকে, তার থেকেও মনুষ্যজীবনের এই দুঃখ আরও প্রবল।

শ্লোক ২৭

বৈকৃতাস্ত্রয় এবৈতে দেবসর্গশ্চ সত্তম ।
বৈকারিকস্তু যঃ প্রোক্তঃ কৌমারস্তূভয়াত্মকঃ ॥ ২৭ ॥

বৈকৃতাঃ—ব্রহ্মার সৃষ্টি; **ত্রয়ঃ**—তিন প্রকার; **এব**—নিশ্চয়ই; **এতে**—এই সমস্ত; **দেব-সর্গঃ**—দেবতাদের সৃষ্টি; **চ**—ও; **সত্তম**—হে সাধুশ্রেষ্ঠ বিদুর; **বৈকারিকঃ**—প্রকৃতির দ্বারা দেবতাদের সৃষ্টি; **তু**—কিন্তু; **যঃ**—যা; **প্রোক্তঃ**—পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে; **কৌমারঃ**—চতুঃসন; **তু**—কিন্তু; **উভয়-আত্মকঃ**—প্রাকৃত এবং বৈকৃত উভয়ই।

অনুবাদ

হে সত্তম বিদুর। এই শেষ তিনটি সৃষ্টি এবং দেবতাদের সৃষ্টি (দশম সৃষ্টি) হচ্ছে বৈকৃত সৃষ্টি, যা পূর্ব বর্ণিত প্রাকৃত সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। চতুঃসনদের সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত উভয়াত্মক।

শ্লোক ২৮-২৯

দেবসর্গশ্চাষ্টবিধো বিবুধাঃ পিতরোঽসুরাঃ ।
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সিদ্ধা যক্ষরক্ষাংসি চারণাঃ ॥ ২৮ ॥
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ বিদ্যাধ্রাঃ কিন্নরাদয়ঃ ।
দশৈতে বিদুরাখ্যাতাঃ সর্গাস্তে বিশ্বসৃক্কৃতাঃ ॥ ২৯ ॥

দেব-সর্গঃ—দেবতাদের সৃষ্টি; **চ**—ও; **অষ্ট-বিধঃ**—আট প্রকার; **বিবুধাঃ**—দেবতাগণ; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **গন্ধর্ব**—উচ্চতর লোকের সুদক্ষ শিল্পী গন্ধর্বগণ; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **সিদ্ধাঃ**—পূর্ণ যোগসিদ্ধি-সমন্বিত সিদ্ধগণ; **যক্ষ**—যক্ষগণ; **রক্ষাংসি**—রাক্ষসগণ; **চারণাঃ**—চারণগণ; **ভূত**—ভূত; **প্রেত**—প্রেত; **পিশাচাঃ**—পিশাচগণ; **চ**—ও; **বিদ্যাধ্রাঃ**—বিদ্যাধরগণ; **কিন্নর**—কিন্নরগণ; **আদয়ঃ**—আদি; **দশ এতে**—এই দশটি (সৃষ্টি); **বিদুর**—হে বিদুর; **আখ্যাতাঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **সর্গাঃ**—সৃষ্টি; **তে**--তোমাকে; **বিশ্ব-সৃক্**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা (ব্রহ্মা); **কৃতাঃ**—কৃত হয়েছে।

অনুবাদ

বৈকারিক দেবসৃষ্টি আট প্রকার—(১) দেব, (২) পিতৃ, (৩) অসুর, (৪) গন্ধর্ব ও অপ্সরা, (৫) যক্ষ ও রাক্ষস, (৬) সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর, (৭) ভূত, প্রেত ও পিশাচ, এবং (৮) কিন্নর ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মা এঁদের সৃষ্টি করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সিদ্ধরা হচ্ছেন সিদ্ধলোকের অধিবাসী। তাঁরা বিনা যানে মহাশূন্যে ভ্রমণ করতে পারেন। তাঁরা কেবল তাঁদের ইচ্ছার প্রভাবে এক গ্রহ থেকে অনায়াসে অন্য গ্রহে যেতে পারেন। তাই উচ্চতর লোকের অধিবাসীরা এই গ্রহের অধিবাসীদের থেকে শিল্পকলা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অনেক অনেক উন্নত, কেননা তাঁদের মেধা মানুষদের মেধা থেকে অনেক উৎকৃষ্ট। এখানে যে ভূত, প্রেত, পিশাচের কথা বলা হয়েছে, তাদেরও দেবতাদের মধ্যে গণনা করা হয়, কেননা তারা নানা প্রকার অসাধারণ কার্য সম্পাদন করতে পারে যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্লোক ৩০

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বংশান্মন্বন্তরাণি চ ।
এবং রজঃপ্লুতঃ স্রষ্টা কল্পাদিষ্বাত্মভূর্হরিঃ ।
সৃজত্যমোঘসঙ্কল্প আত্মৈবাত্মানমাত্মনা ॥ ৩০ ॥

অতঃ—এখানে; **পরম্**—পরে; **প্রবক্ষ্যামি**—বিশ্লেষণ করব; **বংশান্**—বংশধরগণ; **মন্বন্তরাণি**—বিভিন্ন মনুর আবির্ভাব; **চ**—এবং; **এবম্**—এইভাবে; **রজঃ-প্লুতঃ**—রজোগুণে আবিষ্ট; **স্রষ্টা**—স্রষ্টা; **কল্প-আদিষু**—বিভিন্ন কল্পে; **আত্ম-ভূঃ**—স্বয়ম্ভু; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অমোঘ**—অব্যর্থ; **সঙ্কল্পঃ**—দৃঢ় সংকল্প; **আত্মা এব**—তিনি স্বয়ং; **আত্মানম্**—নিজেকে; **আত্মনা**—তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

এখন আমি মনুর বংশধরদের কথা বর্ণনা করব। পরমেশ্বর ভগবানের রজোগুণের অবতার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা অব্যর্থ সংকল্প সহকারে প্রতি কল্পে ভগবানের শক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের অসংখ্য শক্তির মধ্যে জড় জগৎ হচ্ছে একটি শক্তির প্রকাশ; স্রষ্টা এবং সৃষ্টি উভয়েই পরম সত্যের প্রকাশ, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ* ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'সৃষ্টির বিভাগ' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।